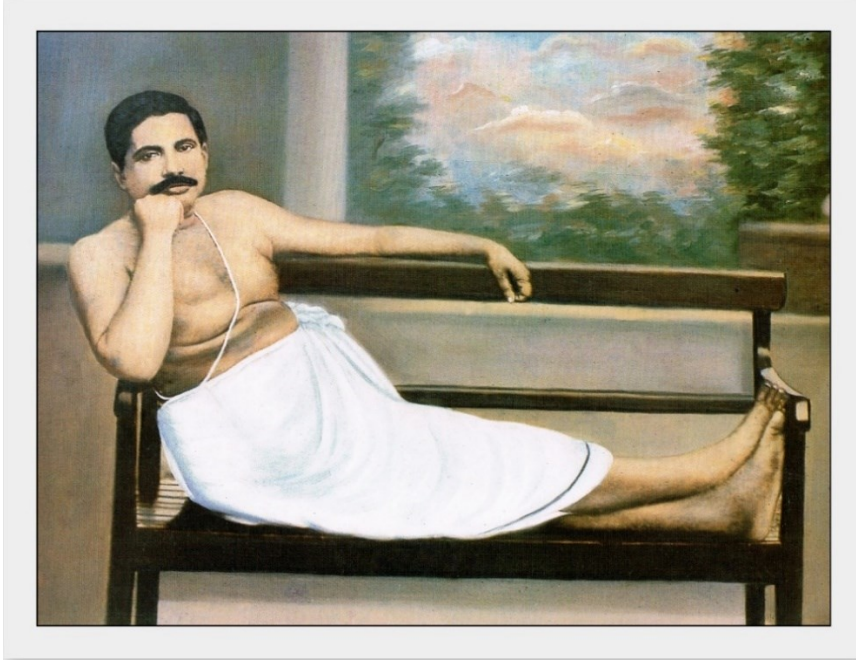


জীবন দীপ্তি

(১ম খণ্ড)



ডিজিটাল প্রকাশনা




তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ
শ্রীশ্রীচাক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470

+8801915137084

+8801674140670

 Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীচাক্রবর্তী অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

ব্যাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচাকুর বললেন- দ্যখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি বিস্তু বেগন জায়গা থেকে নোতি করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। বেগন *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিস্তু আমার পাবিনে। এ বিস্তু বেগনাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর প্রকৃতি বঙ্গি বেগনাও মরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরঙ্গী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সংসঙ্গীর চেষ্টা থাকণ উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সংসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ চাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সবলের নিবন্টি পৌছে দেয়ার জন্য বঙ্গ বরছে।

চাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে বেগন প্রাপ্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। তুলনটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ তরনে প্রকাশ করছি। বেগন ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

‘জীবন দীপ্তি ১ম খণ্ড’ গ্রন্থটির অনলাইন তরন ‘সংসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর’ বর্ডর প্রকাশিত ৫ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান বঙ্গি। এজন্য আমরা সংসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম বঙ্গনিব পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীচাকুরের রাতুল চরণে সবলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন বঙ্গনা বরি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীচাকুর (অনুবুলচন্দ্র সংসদ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা বর্ডার) অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIUHFwMndkdVd2dWw>

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIaUvVGMC1SaWh0d0k>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFISTVjZt9fU1dCajA>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIZXlvUwZLTW9JZ1E>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIay0y60Q0ZHFjxTkK>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIZ1J5WnZxWm52YkU>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIbC0teFvrbUJHcG8>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIMjiJuVkl4d0VbRNxc>

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIYUfZ6mgtbXh1Vzg>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFISE02akVxNGRvQXM>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIMFgxSkh5eldwSkE>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIZy16TkfNaXRiEJA>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvV11WHVwSXy4NTQ>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIczVXa2NTvVvXTHM>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFITlJXTE1EMF9xX3M>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIINTIhR0ZVdi1mWEU>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIWHZuTlkzOU9Ywms>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIx0t6bXl4NF83U2s>

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvH7JNckZrQjdSYzA>

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIv2RXU2gyeW5SVWc>

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvDjkMnVhTWlaNfU>

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvFEwakV2anRX6mM>

অনুপ্রতি ১য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvnbJHfUDBO6EgYaEU>

অনুপ্রতি ২য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvXpRZy05NjJEQTg>

অনুপ্রতি ৩য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvWl0MvZjlcWhPcDA>

অনুপ্রতি ৪র্থ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvROWHfBNmhLM0U>

অনুপ্রতি ৫য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvRDBPRWtUjd2Wg8>

অনুপ্রতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvUdDoQzRQOVjBZUu>

অনুপ্রতি ৭ম খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvZac1VtSUdJIIdmM>

পুণ্য-পুঁথি

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvZnWg56ZGm2Y0U>

সত্যানুসরণ

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TtYFIvXhIZEdUy3k2N28>

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIXemZMdExuQWw>

উক্তবলয়

<https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZr61FtT'U1TNUk>

দীপরক্ষী ১য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knu'UoZbrdqoc5A'Uh1prlojIAY>

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1qNV'M34s8-WagnIS6h60BAw3fbQk5LNEP>

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2iTiI_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Z6t19W7idfEAb-yyV'NBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1jK3MinthheGw3nk'wuQdu84FFZmISKyK>

কথা প্রসঙ্গে ১য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJfE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sV'EZjKT7Z5qaB7JR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1S6l6RdI1wOJPl2JZSV'M0L9B1ErTwc8e>

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfV'T'X0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwV'kppiqmcNNM33L217OJtHfHt6>

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=133LqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1>

ইসলাম প্রসঙ্গে

<https://drive.google.com/open?id=1hT'Dq4W'RejjoexfjH6PzzxDjeZiaW3PeU6>

অগ্নির বাণী

https://drive.google.com/open?id=1t-lkBD0YrC6t_sAY6tQmSXgoEcPneUKd

অগ্নির লিপি

https://drive.google.com/open?id=1zBT6YhUNi_5hbyMk4BkExcSP8mTaDU-M

নারীর নীতি

<https://drive.google.com/open?id=14w4WE68UgBNXC7xsSSHTYI-pSlC-U9h>

নারীর পথে

<https://drive.google.com/open?id=1wh8GH6c9G2CY7Z2U0TS-9q-fCVQ7qf3>

পথের কড়ি

https://drive.google.com/open?id=10xDHlRnij4jD8Pgk7M_Qu8ELB5PZ01Iv

চলার সাথী

https://drive.google.com/open?id=18_qDsHYsJolbP6J6S0FkO1sdCcz6lqqs

ঠাঁর চিঠি

<https://drive.google.com/open?id=1a9v5I-s2PyrAYgiemOKNAXPIwvG6UI3e>

আশীষ বাণী ১য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1IoolhFWI8gvmKAX8r6WqZ3ZvC0ktE6BS>

আশীষ বাণী ২য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1LizCMjM77nC-D9tYxsOJrFQgUekfH5Vr>

জীবন দীপ্তি ১য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1evnUYAnPVlqInNSrNHl13QYiKOA_wEgu

জীবন দীপ্তি ২য় খণ্ড

<https://drive.google.com/open?id=1tajL9oz221NocRozT88a2C45xfOTYsJz>

জীবন দীপ্তি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zu1f908RV7womSrijW7ibm8_UpOsXeivg

সুরত-সাকী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তলিপি

<https://drive.google.com/open?id=1n-4e9YD'V'xImDEr-oQvk7G0YuTGJTc0h>

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

<https://drive.google.com/open?id=1vszRj7SvBEmPeJG8tJKXGhr5MeO-DJ3->

অখণ্ড জীবন দর্শন

<https://drive.google.com/open?id=1zDDiRtgcv2unJnjBn50FnH3wUgkn99h>

The Message Vol 1

<https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX>

The Message Vol 2

<https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU>

The Message Vol 3

<https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjicFOz>

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3LXXFfnHrwEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

<https://drive.google.com/open?id=1hMe7y2rOL37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr>

The Message Vol 6

<https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2>

The Message Vol 7

<https://drive.google.com/open?id=1z4aE6bBVbfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W>

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWwDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

<https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15Y8ZJGTdnLh7YgiCtY>

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYfHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

জীবন-দীপ্তি

প্রথম খণ্ড



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ପ୍ରକାଶକ

ଶ୍ରୀଅନିନ୍ଦ୍ୟାଦ୍ୟୁତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

ସଂସଦ୍ଧ ପାବଲିଶିଂ ହାଉସ

ସଂସଦ୍ଧ, ଦେଓଘର, ବାଢ଼ଖଣ୍ଡ

© ପ୍ରକାଶକ କର୍ତ୍ତୃକ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରକାଶକାଳ

ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ : ଭାଦ୍ର, ୧୩୧୫

ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ : ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୦୭

ମୁଦ୍ରକ

କୌଶିକ ପାଲ

ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟାର

୧୪ବି, ଭୁବନ ଧର ଲେନ

କଲକାତା ୭୦୦ ୦୧୨

JIBAN-DIPTI, Vol. I

by Sri Sri Thakur Anukulchandra

5th edition, September 2007

ভূমিকা

সমস্ত মানুষের আদি উৎস এক; ধর্ম বা বাঁচাবাড়ার পথও এক এবং গন্তব্যও অভিন্ন। “ঈশ্বর এক, ধর্ম এক; প্রেরিতগণ একবার্তাবাহী।” তাই সব সম্প্রদায়ই মূলতঃ একপন্থী। আবার, বাস্তবতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সাত্ত্ব স্বার্থ অন্য সবার সাত্ত্ব স্বার্থের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই, উৎসকেন্দ্রিক পারস্পরিক প্রীতি, সেবা, সাহায্য, সহযোগিতা ও ধারণ-পালনী প্রয়াস ব্যাপ্তিগতভাবে প্রত্যেকের এবং সমষ্টিগতভাবে সকলের কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য। পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর এই ঈশ্বরৈক-লক্ষ্য মানবমৈত্রীকে সমগ্র সমাজে বাস্তবায়িত ক’রে তুলবার জন্য ব্যাকুল। এ বিষয়ে তাঁর দিব্য উপদেশ, নির্দেশ ও বাণীর অন্ত নেই। তাঁরই ইচ্ছানুবর্তিতায় এবং পরমপূজ্যপাদ বড়দার নির্দেশে শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তঁৎপ্রদত্ত কতিপয় সর্বজনমঙ্গলকর ঐক্যসন্দীপী বাণী চয়ন করেছেন। পরমদয়াল এই সঙ্কলনের নাম দিয়েছেন ‘জীবন-দীপ্তি’। লোককল্যাণার্থে ‘জীবন-দীপ্তি’ প্রকাশিত হ’ল। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই এই ‘জীবন-দীপ্তি’-র পঠন, পাঠন, অনুশীলন ও প্রচারের ভিতর দিয়ে মিলনমধুর অখণ্ড মানবসংহতির সংসৃজনে উদ্দীপ্ত ও কৃতসঙ্কল্প হ’য়ে উঠুন—এই-ই আমাদের অন্তরতম কামনা। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সংসঙ্গ, দেওয়ার

১লা শ্রাবণ, ১৩৭৫

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-সংস্থাপনার্থে এই অমূল্য বাণী-সঙ্কলনটির চতুর্থ সংস্করণ দয়াল ঠাকুরের শুভ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল। জাতীয় সংহতির পথে প্রদীপস্বরূপ এই পুস্তিকাটির শিক্ষা সমাজে আনুক স্বস্তি ও শান্তি—এই আমাদের কামনা।

সংসঙ্গ, দেওঘর

আষাঢ়, ১৩৯৪

প্রকাশক

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

পরমদয়াল-প্রদত্ত অগণিত বাণী হ'তে উদ্ধৃত বাণীচয়নের অমূল্য সংকলন 'জীবন-দীপ্তি'-র পঞ্চম সংস্করণ পূর্বের মতোই সকল মানবের পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষায় অযুত প্রেরণা সঞ্চার ক'রবে—এই আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সংসঙ্গ, দেওঘর

শুভ তালনবমী, ১৪১৪

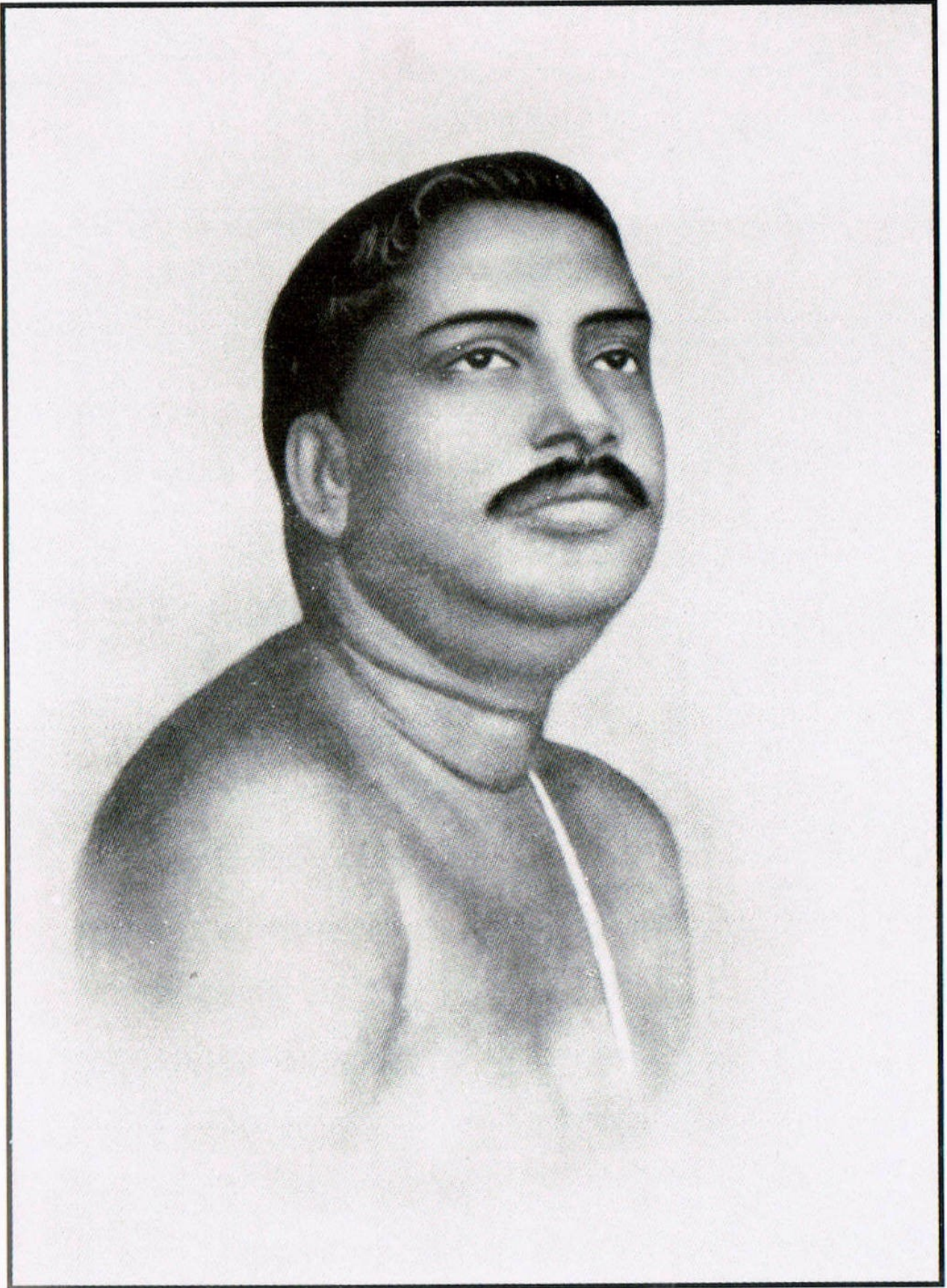
২১শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭

শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্তী

ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମ ତୋମାର -
ସ୍ବର୍ଗ କ୍ଷାନ୍ତ-ପ୍ରଦାନ କରି ଯୋଗାଇ ଦେବ -
କରିବୁ ତା ଆଦର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ
ମୋହନଙ୍କୁ ଧର୍ମ -
ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଗତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ -
ଓ -

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତୋମାର
ଓମ ନାମୁକୁ ସ୍ବର୍ଗ ପାରେ -
ତା ବିଷୟ ଆମ ବିଷୟ -

ତୋମାର "ଆମି"



১

সংসঙ্গ চায় মানুষ,

ঈশ্বরই বল, খোদাই বল,

ভগবান বা God-ই বল, অস্তিত্বই বল—

ভূতমহেশ্বর যিনি এক—তাঁ'রই নামে,

বোঝে না সে—

উদাত্তের নামে

প্রেরিত ও অবতারপুরুষদের নামে

গণ্ডী টেনে

প্রত্যেকের বিরুদ্ধে

অন্যদের হ'তে নিজেকে

গণ্ডীনিপীড়িত ক'রে

পারস্পরিক অসহযোগিতায় নিবদ্ধ ক'রে

আত্মঘাতী আমন্ত্রণে

গণবিপর্যয়ী ব্যাহতিকে সৃষ্টি করে

—এমনতর কেউ বা কিছুকে—

—সে হিন্দুই হো'ক,

মুসলমানই হো'ক,

জৈন, শিখ বা

বৌদ্ধই হো'ক,

খ্রীষ্টানই হো'ক,
বা আর যাই
কিছু হো'ক;
সে বোঝে প্রতিপ্রত্যেকে তাঁ'রই সন্তান,
সে আনত ক'রে তুলতে চায়
সকলকে সেই একে,
সে পাকিস্তানও বোঝে না
হিন্দুস্থানও বোঝে না
রাশিয়াও বোঝে না
চায়নাও বোঝে না
ইউরোপ, আমেরিকাও বোঝে না—
সে চায় মানুষ,—
সে চায় সাকীস্থান,
সে চায় প্রত্যেকটি লোক
সে হিন্দুই হো'ক
মুসলমানই হো'ক
খ্রীষ্টানই হো'ক
বৌদ্ধই হো'ক
বা যে-ই যা' হো'ক না কেন,
যেন সমবেত হয় তাঁ'রই নামে
পঞ্চবর্হির উদাত্ত আহ্বানে—

জীবন-দীপ্তি

৯

অনুসরণে—পরিপালনে

—পরিপূরণে—উৎসৃজী উপায়নে,

পারস্পরিক সহৃদয়ী সহযোগিতায়—

শ্রমকুশল উদ্বুদ্ধনী চলনে

—যাতে খেটেখুটে প্রত্যেকে

দু'টো খেয়ে-প'রে বাঁচতে পারে

সত্তা-স্বাতন্ত্র্যকে রেখে

সম্বর্দ্ধনার পথে চ'লে,

প্রত্যেকটি মানুষ যেন বুঝতে পারে—

প্রত্যেকেই তা'র,

কেউ যেন না বুঝতে পারে—

সে অসহায়, অর্থহীন, নিরাশ্রয়,

প্রত্যেকটি লোক যেন বুক ফুলিয়ে

বলতে পারে—

আমি সবারই,

আমার সবাই—

সক্রিয় সাহচর্যী অনুরাগোন্মাদনায় ;

সে চায় একটা পরম রাষ্ট্রীয় সমবায়

যা'তে কারও সৎ-সম্বর্দ্ধনার

এতটুকুও ত্রুটি না থাকে,

—অবাধ হ'য়ে চ'লতে পারে প্রতিপ্রত্যেকে

এই দুনিয়ার বুক

এক সহযোগিতায়

আত্মোন্নয়নী শ্রমকুশল

সেবা-সম্বন্ধনা নিয়ে

পারস্পরিক পরিপূরণী সংহতি-উৎসারণায়

—উৎকর্ষী অনুপ্রেরণায় সন্দীপ্ত হ'য়ে

সেই আদর্শ পুরুষে—

সার্থক হ'তে সেই এক অদ্বিতীয়ে।

(ধৃতি-বিধায়না, প্রথম খণ্ড, বাণী-সংখ্যা ৩৯৪)

২

হিন্দুই হো'ক, মুসলমানই হো'ক,
খ্রীষ্টানই হো'ক—
বিশেষতঃ এই ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান
আর, যেই হো'ক না কেন,—
প্রত্যেকেরই রক্ত সেই একই ভাঙারেরই
বিভিন্ন গোত্রেরই অবতারণা ;
ধর্ম মানুষকে উৎসারণায় উদ্বুদ্ধ করে,
মানুষকে একতানে আবদ্ধ করে,
ধরে রাখে তার সত্তা
কৃষ্টির পথে, সত্তা-সম্বর্দ্ধনায়, ধৃতি-বিনায়নায়,
—ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে
একটা সার্থক-সমন্বয়ী সম্বর্দ্ধনী উৎসারণায় ;
ধর্ম রক্তকে কলঙ্কিত করে না,
সংহতিকে ভেঙ্গে ফেলে না,—
বরং সে পরম একত্রে উন্নীত ক'রে রাখে সবাইকে—
প্রত্যেকটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে
বৈশিষ্ট্যপালী উৎসারণী অভিনন্দনে,—
পরম সত্তানুপূরক সহযোগিতায়
পারস্পরিক আত্মনিয়ন্ত্রণে

শ্রমে—প্রস্তুতিতে—

উপচয়ী পরিপোষণী পরিপূরণে,
এই রক্ত-সংহতিতে যা'রা সংঘাত আনে—
সম্বর্দ্ধনাকে যা'রা প্রবঞ্চিত করে—
সর্বনাশা আত্মস্বার্থী, আত্মন্তরি অভিযান নিয়ে
মিথ্যার মুখে একটা সত্যের মুখোস-পরা
বিচ্ছেদী, বিকল্পনী বিদ্রোহ ও বিপ্লবের
উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে,—

ভুলে যায় তা'রা বা
ইচ্ছা ক'রেই সে চক্ষু আবৃত করে
যে

প্রেরিত-পুরুষ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের
আধ্যাত্মিক রূপান্তরীণ পরিক্রমা,—
সেই পরমপুরুষেরই
একই বাণীবাহী যন্ত্রস্বরূপ,
কোন একেরই নিন্দা মানে—
প্রত্যেকেরই অবদলন ;
যা'রা এই বিচ্ছেদের বাণীবাহী
তা'রা কি ধ্বংসের দূত নয়?
শয়তানের পূজারী নয়?
রক্তের গ্লানি নয়?
সৎ-ত্ব বা সতীত্বের ধর্মী নয়?

যদি মানুষ হও,
 সত্তাকে যদি ভালই বাস,
 ঈশ্বরের জীবন্ত বেদীর সম্মুখে
 সম্বর্ধনার পূজারী হওয়াটাকেই যদি
 শ্রেয় মনে কর,
 সার্থকই যদি হ'তে চাও ঈশ্বরে,
 তুমি হিন্দুই হও—
 মুসলমানই হও—
 খ্রীষ্টানই হও—
 আর, যে-ই হও না কেন—
 কিছুতেই এ ব্যাভিচারকে
 বরদাস্ত ক'রবে না,
 প্রাণের আকর্ষণ ক্ষমতা দিয়ে নিরোধ ক'রবে
 তা'র প্রতিটি পদক্ষেপকে;
 যে রক্তকে অবজ্ঞা করে
 সে ধর্মকে অবজ্ঞা করে,
 যে ধর্মকে অবজ্ঞা করে
 সে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে,
 সর্বান্তঃকরণে এই রক্তদ্রোহী,
 ধর্মদ্রোহী, ঈশ্বরদ্রোহী অভিযানকে
 অবদলিত ক'রে তোল;
 হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান,
 শিখ, জৈন, আর যে-ই হো'ক, যাই হো'ক,
 সবাইকে আমরা চাই—

যা'রা ঈশ্বরকে মানে,
 পূরয়মাণ আদর্শপুরুষদিগকে মানে,
 গোত্রকে অর্থাৎ পিতৃপুরুষকে মানে,
 ঈশ্বরের একত্বে যা'রা বিশ্বাসী,
 একায়তনী সমাবেশে যাদের শ্রদ্ধা আছে,
 সম্বর্দ্ধনী বৈশিষ্ট্যপালী আত্মনিয়ন্ত্রণে
 যা'রা প্রবুদ্ধ;
 সেই একেরই ঘরে সমাবেশ হ'য়ে
 পারস্পরিক সহযোগিতার সহিত
 প্রত্যেককে উন্নত ক'রে
 জীবনে, সম্পদে, সেবা ও সাহচর্যে
 আমরা বাঁচতে চাই—বাড়তে চাই,
 দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে বিচরণ ক'রে
 স্বস্তি-সম্বোধি নিয়ে
 জীবনকে উপভোগ ক'রতে চাই,
 খেয়ে-প'রে উপচয়ে
 উপচরী সম্বর্দ্ধনায়
 যোগ্যতাকে আরোতর উদ্দীপ্ত ক'রে
 আমরা বাঁচতে চাই—
 বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে
 ধৃতি-তান্ত্রিকতায়—
 পালনে-পোষণে-পূরণে সম্বদ্ধ ক'রে;

পরস্পর পরস্পরের সেবা-সম্বন্ধনাকে
 উপভোগ ক'রে
 দ্যুতি-উদ্দীপ্ত হ'য়ে
 আমরা বাঁচতে চাই—বাড়তে চাই,
 জীবনকে উপভোগ করতে চাই;
 যা'রা এ-চাওয়ায় বিপর্যয় আনে,
 ব্যাঘাত আনে,
 বিধ্বস্তি নিয়ে আসে,
 বিক্ষোভ নিয়ে আসে,
 ভঙ্গুর ক'রে তোলে একে—
 তা'দিগকে নিরোধ ক'রতে চাই,
 স্তব্ধ ক'রতে চাই,
 নিরস্ত ক'রতে চাই—
 তা'দের প্রতিটি অগ্রসরকে
 ব্যাহত ক'রতে চাই আমরা;
 দূরে কেন, সে তো বেশী দিন নয়—
 যে-দিন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত চক্রান্তে
 বাংলার নবাব সিরাজকে
 মস্নদচ্যুত ক'রে
 মৃত্যুমর্দনে বিমর্দিত ক'রে তা'কে
 ইংরেজকে সাহায্য ক'রে
 তা'দের হাতে দেশকে তুলে দিয়েছিলাম,

সে পুণ্যই হো'ক আর পাপই হো'ক—
 তা'দের আওতার ভিতরে দাঁড়িয়েও
 হিন্দু মুসলমানকে ছাড়েনি,
 মুসলমানও হিন্দুকে ছাড়েনি,
 সেই না-ছাড়াই কি আজকে
 এমন আত্মঘাতী বিপ্লবেও
 ক্রুর উদ্দীপনা সৃষ্টি ক'রেছে?—
 ব্যভিচারের বীভৎস লীলার
 পৈশাচিক নাচনে
 মত্ত ক'রে তুলেছে মানুষকে?
 আমাদের জানা ছিল—
 মুসলমান হিন্দুকে ত্যাগ ক'রতে পারবে না,
 হিন্দুও মুসলমানকে ত্যাগ ক'রতে পারবে না,
 যে-মতবাদের যে-ই পূজারী হো'ক না কেন,
 যে-কোন আশ্রমের যে-ই হো'ক না কেন—
 তা'রা পরস্পর পরস্পরের সতীর্থ,
 আজকার এদিনে
 সন্দেহসঙ্কুল হৃদয় যদিও—
 সে-জানাটা ক্ষতবিক্ষত যদিও—
 কিন্তু বুঝা এখনও উঁকি মারে,
 প্রচেষ্টা এখনও এমন দিন আনতে পারে—
 যা'তে আমরা সবাই সে-দিনকে
 'স্বাগতম্' ব'লে ডেকে অভিনন্দন জানাতে পারি।

(চর্যা-সূত্র, বাণী-সংখ্যা ৫২)

৩

যা'রা পঞ্চবর্ষিকে স্মরণ ক'রে চলে,
আর, জীবনকে নিয়ন্ত্রিতও করে তেমনি—
আপূর্ণী ইষ্ট, ধর্ম ও কৃষ্টির
অভ্যুদয়ী অভিনন্দনায়,
তা'রা সর্বতোভাবে আর্য়ীকৃত,
তাই, তা'রা আর্য়—
তা'দের বীজ-বৈশিষ্ট্য বহন ক'রে,—
তা' তা'রা বৈষ্ণবই হো'ক
শাক্তই হো'ক, শৈবই হো'ক,
সৌরই হো'ক, গাণপত্যই হো'ক,
তান্ত্রিকই হো'ক, শিখই হো'ক,
জৈনই হো'ক, বৌদ্ধই হো'ক,
মুসলমানই হো'ক, খ্রীষ্টানই হো'ক,
আর, যাই কিছু হো'ক না কেন।

(আর্য়কৃষ্টি, বাণী-সংখ্যা ১৩৪)

8

আমি বুঝি এই,—
ঈশ্বর মানে আমি বুঝি—
অধিপতি,
যিনি আমাদের
ধারণ-পালন করেন ;
খোদা মানে আমি বুঝি—
প্রধান,
যিনি আমাদের
প্রকৃষ্টরূপে ধারণ করেন ;
God কথাও নাকি হ'য়েছে
‘হু’-কথা থেকে,
‘হু’ মানে আরাধনা,—
আমাদের আপদ-বিপদ
দুঃখ-দৈন্যের জন্য
আমরা যাকে আহ্বান করি,
শক্তি প্রার্থনা করি—
যা'তে আমরা
আপদ-বিপদ হ'তে নিষ্কৃতি পাই,

উচ্ছল হ'য়ে উঠি
 ও দীপ্ত হ'য়ে উঠি,
 অস্তিত্বে অবাধ হ'য়ে উঠতে পারি;
 তাহ'লে দেখ—
 এ-সবগুলি ঈশ্বরেরই গুণাবলী;
 তাই বলি—
 সকলের ঈশ্বরই এক;
 আমরা
 প্রার্থনা করি তাঁ'র কাছে,
 প্রার্থনা মানে—
 প্রকৃষ্টরূপে চলা,
 যে-চলার ভিতর-দিয়ে
 আমরা আমাদের অস্তিত্বকে
 সামাল রেখে চ'লতে পারি,
 সমৃদ্ধ রেখে চ'লতে পারি,
 সন্দীপ্ত রেখে চ'লতে পারি;
 যে যাই বলুক না কেন—
 ঈশ্বরের কোন
 অংশীদার নেই,
 তিনি
 ভরদুনিয়ার
 ব্যক্তিগত সমষ্টির
 একমাত্র অধিপতি,—

যা' ঋষিরা—

মহানরা

আমাদের কাছে ব'লে গিয়েছেন—

যে-নিয়ম বা

নীতি-অনুসারে চ'ললে

আমরা আমাদের

সেই উদ্ধাতাকে

আমাদের সেই নন্দনার

একমাত্র অধিপতি যিনি—

তাঁকে

ধ'রে, ক'রে, চ'লে

বোধবিবেকের অনুনয়নে

সাত্বত স্বস্তির

অধিকারী হ'তে পারি ;

তাই, হিন্দুই বল,

মুসলমানই বল,

ক্রীশ্চানই বল,—

যে যাই বলুক না কেন,

ঈশ্বরকে উপলক্ষ্য ক'রে

যে যাই করুক না কেন,

তা' সেই এককেই

আরাধনা করা ;

আল্লার কথা,—

শুনেছি নাকি

অথর্ববেদ

তাকে ‘অল্লাই ব’লেছেন,

আর, সেই

‘অল্লা’ মানে হ’ল

যিনি সব যা’-কিছুকে

গ্রহণ করেন ;

তবেই দেখ—

আমরা

সম্প্রদায়ের প্রাধান্যকে বড় ক’রে

ঈশ্বরের শরিক

আরোপ ক’রতে চাই,

এমনতর দুর্মদ স্বার্থলোলুপতা

কি আর আছে?

ফল কথা,

ধর্মতঃ

ধৃতিসন্দীপনী তৎপরতার জন্য

সত্তাকে

স্বস্তিময় ক’রে রাখবার জন্য

আমরা

ঐ একজনকেই ডেকে থাকি—

যা'র যেমন ঐতিহ্য,
প্রথা বা রীতি-মাফিক;
আমরা যখন তাঁ'র দিকে তাকিয়ে
হিন্দুকে অবজ্ঞা করি,
যখন তাঁ'র দিকে তাকিয়ে
মুসলমানকে অবজ্ঞা করি,
যখন তাঁ'রই দিকে তাকিয়ে
ক্রীশ্চানকে অবজ্ঞা করি,
তখন কি
তাঁ'কেই অবজ্ঞা করি না?
ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্যের
আরাধনার জন্য
ধাতা যিনি—
দীন-দুনিয়ার মালিক যিনি—
তাঁ'র
ধারণাদীপ্ত অনুদীপনাকে
একটা বেকুবের মত
ভাগ ক'রে দিই—
কটু দৃষ্টি নিয়ে,
তা'তে কি তা'
সার্থক হয় কখনও?
তা' হয় না;

সম্প্রদায় হ'তে পারে—

আচার-বিচার, খাদ্যখানা নিয়ে,
বিবাহ-সম্বন্ধ ইত্যাদি নিয়ে,
দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে

যে-দেশে যেমনতর প্রথা
সেই প্রথার ভিতর-দিয়ে
ঐ উজ্জ্বলনাকে

অনুভব করি আমরা,—

তা' সেখানকার

পূজা-পার্বণ-প্রথা ইত্যাদি

যা'তেই বল না কেন;

যখনই তুমি হিন্দু হ'য়ে

একজন মুসলমানকে

সাহায্য ক'রছ না

বাঁচতে-বাড়তে,

একজন মুসলমান হ'য়ে

একজন হিন্দুকে

সম্বন্ধনাদীপ্ত হ'য়ে

বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য

পরিচর্যা ক'রছ না,

যখন তুমি

একজন ক্রীশ্চান হ'য়ে

জীবন-দীপ্তি

হিন্দু-মুসলমান যেই হোক
তা'র সম্বন্ধির জন্য
চেষ্টা ক'রছ না,
সমবেদনা প্রকাশ ক'রছ না,
পরিচর্যা পরিশ্রমে
তা'কে
আপদমুক্ত ক'রছ না,
যে-ভাষায়
যেমন ক'রেই বল না কেন—
ঈশ্বরকে
তুমি সেই মুহূর্তেই
অবজ্ঞা ক'রছ;
এমন-কি
দুষ্টকে যদি
শিষ্ট ক'রতে না চেয়ে
কেবলই শাস্তি বিধান কর,
তা'ও কিন্তু—
আমার মতে—তাই;
তুমি
সন্ধ্যা-আহ্নিক কর,
নামাজ কর,

তোমাদের ঋষিরা

প্রেরিত-পুরুষরা

যা' শিখিয়ে দিয়েছেন—

যেমন ক'রে আচমন ক'রতে

তেমন ক'রেই কি

আচমন কর না?

আমি তো বলি

আচমন-প্রথা ব'লে দেয়—

তুমি পরিশুদ্ধ হও,

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর,

শিষ্ট হও,

প্রীতিপুষ্ট হও,

সুসন্দীপ্ত হ'য়ে

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তৎপরতায়

প্রতিপ্রত্যেককে

শিষ্ট ও

পোষণ-প্রদীপ্ত ক'রে তোল—

প্রীতিচর্যী অনুকম্পা নিয়ে,

আর, তাই হবে

তোমার জীবনের

বাস্তব ঈশ্বর-আহুতি ;

এ-ছাড়া

লাখ সম্প্রদায়ই

সৃষ্টি কর না কেন—

ভেদ-সন্দীপ্ত

শাতনী সম্বন্ধনাই

বেড়ে চ'লবে,

স্বর্গ

তোমাদের কাছে

বিসর্গে পরিণত হবে ;

তাই বলি আমি,

যদি ধার্মিক হও—

সবাই তোমার ঈশ্বরীয় সম্পদ,

অধার্মিক হও—

তা' ধর্মের অজুহাতেই হোক,

আর, যে দিক্-দিয়েই হোক না কেন—

ঐ শাতনী সন্দীপনার

কর্কশ চক্ষুই লাভ হবে ;

মনে রেখো—

মানুষ-মানুষে মতান্তর হ'লেও

ঈশ্বরীয় ধর্মে

কা'কেও অন্তরিত করা যায় না,

বরং শাতন-ধর্ম্মে
অন্তরিত করা যায়,—
যদিও প্রত্যেকের
জীবনীয় ঐতিহ্য
ও কুল-সংস্কার
অনেক আলাহিদা থাকতে পারে ;
আর, ধর্ম্ম মানেই
ধৃতি-আচার,
বাঁচা-বাডার আচার,
স্বস্তিসম্বেদনার আচার ;
প্রত্যেক প্রেরিত-পুরুষই বল,
আর অবতারই বল,—
তাঁরা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
তাঁরা
ভেদবৃত্তি পরিবেশন করেন না
কোথাও,
দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী
যেখানে যা'র যেমন প্রয়োজন হয়—
তাই ক'রে থাকেন,
পূর্বতনদিগকে শিষ্ট বিনায়নে
বিনায়িত ক'রেই
তাঁরা চ'লে থাকেন,

এই প্রেরিত-পুরুষদের ভিতর

যা'রা বিভেদ করে—

তা'রা তখনও বিকারগ্রস্ত ;

মোট কথা—

একজন

প্রকৃত ঈশ্বর-উপাসনাকারী

শিষ্ট হিন্দু, একজন শিষ্ট মুসলমান,

একজন শিষ্ট ক্রীশ্চান—

প্রত্যেকেই

হৃদয় অনুধায়নায় নিবদ্ধ,

ঈশ্বরের যত নামই থাক,—

তা'রা ঐ সেই

একজনেরই উপাসক,—

ক্রম-তাৎপর্যের তফাৎ থাকতে পারে ;

আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে

যা' বুঝি—

তা' এই ;

তাই বলি, সম্প্রদায়ের খাতিরে

মানুষকে কি ভ্রান্ত করা ভাল?

(আদর্শ-বিনায়ক, বাণী-সংখ্যা ১১১)

৫

যিনি বর্তমান প্রেরিত-পুরুষোত্তম—
তিনি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যপালী
আপূরয়মাণ পূর্বতনদিগের কোহিনূরস্বরূপ,
আবার, তিনিই
তাঁর ভবিষ্যের ‘স্বাগতম্’-প্রেরণা।

(আদর্শ-বিনায়ক, বাণী-সংখ্যা ১৯৮)

৬

ধর্ম এক,
আর, ধর্ম মানেই হ'চ্ছে
তেমনতর চলন-বলন,—
যা' নাকি সত্তাকে
ধারণ, পালন ও বর্দ্ধন ক'রে
চ'লতে থাকে,
আর, সেই আচরণে চলাই হ'চ্ছে—
ধর্মাচরণ ;

এই ধর্মাচরণ—

যে যেমনই হো'ক না কেন
যে ভাষাভাষীই হো'ক না কেন,
সকলের পক্ষে এক জাতীয়,—
যা' অনুসরণ ক'রে
দেশকালপাত্রানুপাতিক
মানুষ ঐ ধৃতি-উৎসারণে
উৎসারিত হ'য়ে
সত্তাকে ধারণ-পালন-বর্দ্ধনে
শিষ্ট ও সুষ্ঠু সম্বন্ধনার সহিত

লোকপ্রীতি সহ

সাম্য যোজনায়

নিজেকে ও নিজ-পরিবেশকে

সর্বতোভাবে

সুষ্ঠু সম্বন্ধনার দিকে

এগিয়ে নিতে পারে,

আর, এর ভিতরেই আছে—

ধৃতি-বিধায়নার

সমীচীন দর্শন,

মানে, যে-বিধায়না মেনে চ'লে

বা পরিপালন ক'রে

সম্বন্ধনাকে

সুষ্ঠু তাৎপর্যে উচ্ছল ক'রে

তুলতে পারা যায় ;

আর, ধর্মের মূলকেন্দ্রই হ'চ্ছেন

সেই আচার্য—

যিনি আচরণ ক'রে

এই তুকুণ্ডলি জেনে-শুনে

নিজে পরিপালন ক'রে

সার্থকতায় পদক্ষেপ ক'রেছেন ;

আর, ঐ ধর্মের বিন্দুই হ'চ্ছে—

প্রাজ্ঞ জ্ঞানই হ'চ্ছে—

সেই পরম সাত্বত সন্দীপনাকে জানা,

যা' জেনে
যা'র নিয়মানে
ঐ সম্বন্ধনাকে
সুষ্ঠু সৌকর্য্যে বিনায়িত ক'রে
সার্থকতায় উপনীত হওয়া যায়,
আর, তা'র পথই হ'লেন—
ঐ জ্ঞাতা যিনি,
যিনি আচার্য্য,
আর, তিনিই হ'চ্ছেন—
'গড়'ই বল,
ঈশ্বরই বল,
ব্রহ্মাই বল,
আর, যা-ই বল—
বাচনিক তাৎপর্য্যে
যাঁ'কে ইঙ্গিত করা যায়,
এইতো হ'ল কথা;
তাহ'লে ধরতে গেলে
আমরা সবই
ঐ অল্লা বল,
বিষ্ণু বল,
বা ঈশ্বরই বল,—
ঐ সেই একেরই উপাসক,

উপাসক মানে—

অস্থলিত নিষ্ঠায়

আচার্য্য-নৈকট্যে সমাসীন হ'য়ে

শিষ্ট সম্বর্দ্ধনায়

আচার-ব্যবহার,

চাল-চলন, কথাবার্তা

সব যা'-কিছু দিয়ে

যা'তে উপস্থিত থাকতে পারি—

এই জীবনকে

অজচ্ছল দৈর্ঘ্য-সন্দীপনায়

নিয়ন্ত্রিত ক'রে,

অর্থাৎ, বহুকালব্যাপী

নিজেকে গ'ড়ে

স্বস্থ, শুদ্ধ ও সুন্দর ক'রে;

সমস্ত পরিবেশের

প্রাণন-দীপনা হ'য়ে

এবং পরিবেশের প্রত্যেককে

প্রাণনদীপনা ক'রে

ঐ এক-সন্দীপনী তাৎপর্য্যে

নিজেকে সুব্যবস্থ ক'রে

চ'লতে থাক—

তা' কথায়-কাজে,
চিন্তায়-চলনে—
সব দিক্-দিয়ে,
এইতো হচ্ছে ব্যাপার ;
জীবন-প্রেরণার মূল কেন্দ্র
সবারই কিন্তু এক,
তাই, একই আমাদের উপাস্য ;
আর, তাঁ'র দিকে
যে যেমন ক'রে
এগিয়ে যেতে পারে—
সার্থকতাও সেখানে তেমনি
বিজলী-বিভায়
চরিত্রে উৎকীর্ণ হ'য়ে থাকে—
ঐ আচরণ-দুন্দুভির
চারিত্রিক বিনায়নী
চর্যাপূর্ণ সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্যে ;
আর, সার্থকতা তো তাই
তা' কিন্তু সবারই ;
বাস্তব জগতে
এখনও হয়তো দেখতে পাবে—
একজন আর্য্য,

একজন মুসলমান ঋষি,
একজন খ্রীষ্টান ঋষি,
একজন হিন্দু ঋষি
এক দাঁড়ায় চ'লছেন,
বাস্তবে তাঁ'রা সবাই আর্য্য,
আর, আর্য্য মানে
ইষ্টনিষ্ঠ আত্মোৎকর্ষণী অনুশীলন নিয়ে
যাঁ'রা চ'লেছেন—
সত্তাঘাতী সঙ্ঘর্ষ
ও ব্যভিচারকে এড়িয়ে,
সবারই কথা,
সবারই রকম,
সবারই চালচলন ও আচার-অনুশয়ন
এক ধাঁচের—
অনুভূতির উদাত্ত চলনায়,
তাঁদের ভাষা হয়তো বিভিন্ন হ'তে পারে ;
এঁদের পরিচর্য্যায়
কোন হিন্দুও মুসলমান হয় না,
কোন মুসলমানও হিন্দু হয় না,
কোন হিন্দু খ্রীষ্টানও হয় না,
বা কেউই কিছু হয় না,

জাগে

বিন্দুতৎপর অভিজ্ঞান

অর্থাৎ, জ্ঞানদীপ্তি অভিদীপনা ;

এ সামাজিক অভিজ্ঞান নয়কো,

বরং সম্যক্ ধারণায়

সমাধির ধী-ঐশ্বর্য্য,

যেমন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন লোকের

বিভিন্ন দর্শনে

যে-সমস্ত অভিজ্ঞান—

তা' যাঁ'রা কৃতী

সুষ্ঠু সাধক—

তাঁদের সবারই

এক অভিনিবেশের

বিদীপ্ত অভিকম্পন,—

যা' জ্ঞানদীপান্বিত ;

এর দাঁড়াই হচ্ছে—

অন্তর এবং বাহিরের

বৈধী-অনুচলনদীপ্ত কৃতি-আলোক ;

যে যা'র ঐতিহ্যকে

যদি মেনে চলে,

সদাচারকে মেনে চলে যদি,

তুল্য ঘরে যদি বিয়ে করে,

প্রধানতঃ গোত্রসমন্বয় যদি ঠিক থাকে,
বিকৃত বিবাহ যদি না হয়,

খাদ্যাখাদ্য

সদ্বিনায়নায় সংগ্রহ ও ব্যবহার করে

এবং কুলাচার, ধর্ম্মাচরণ ইত্যাদি

সুনিষ্ঠ তাৎপর্য্যে মেনে চলে—

নিষ্ঠানিবেশ ও ভক্তি নিয়ে,

বিক্ষেপগুলির দ্বারা বিকৃত না হ'য়ে,

অবস্থামত লোকচর্য্যী তৎপরতায়,—

তা'রা যা'ই হো'ক—

হিন্দুই হো'ক

মুসলমানই হো'ক

খ্রীষ্টানই হো'ক—

তা'রা একধর্ম্মী,

কা'রো সাথে কা'রো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না,

তা'দের সাথে

আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সবই হ'তে পারে—

জাতি, বর্ণ ও দেশে

বিধ্বস্ত না হ'য়ে,

আর, দ্বন্দ্ব থাকলে তখনই বুঝবে—

তা'রা দ্বন্দ্বাত্মিক অনুচলন নিয়ে চলে,

আর, দ্বন্দ্বাত্মিক চলনে যা'রা চলে—

তা'রা ব্যভিচারকেই

আচার ব'লে ধ'রে নেয়,

আন্তরিক আত্মানুশাসন

তা'দের অন্তরে কিন্তু কমই;

আবার বলি, শোন—

খাদ্যাখাদ্যের 'পরে নির্ভর করে

জীবনীয় সংস্থিতির সুষ্ঠু উপকরণ,

তাই, আচার-নিয়ম

এবং খাদ্যাদির অনুনয়ন

যা'তে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে ওঠে—

সাত্ত্বিক স্বাস্থ্য-আপূরণী হ'য়ে ওঠে,

রাজস বা অস্ততঃ তামস আহার

কিছুতেই না হয়,

এমনতরভাবে

ব্যক্তিগতভাবেই হো'ক

পারিবারিকভাবেই হো'ক

সেগুলিকে বিধায়িত ক'রে নিয়ে

শিষ্ট ধৃতিপ্রসূ যা'

তা'র আপূরয়মাণ হ'য়ে ওঠে—

তেমন ক'রে চ'লে

কৃষ্টিকে বিনায়িত ক'রে

তা'র সার্থকতাকে
ব্যক্তিতে প্রতিফলিত ক'রে নিয়ে
চ'লতে হবেই কি হবে,
আর, নিজ-নিজ সৎ-কুলাচারগুলিও
তদনুগ যা'তে হয়—
তাই-ই ক'রতে হবে;
সে-সবগুলি না ক'রে
যাই কর না,—
ব্যর্থতা
কুফল-উদ্ধারী ব্যাদানে
সত্তাকে, সমাজকে, জাতিকে—
তা' সে যে-ই হোক না কেন,
তা'র ধ্বংস-আবর্তনে খান-খান ক'রে ফেলবে ক্রমশঃ,
তাই সাবধান!

(ধৃতি-বিধায়না, দ্বিতীয় খণ্ড, বাণী-সংখ্যা ৩২৬)

৭

যা'রা ঈশ্বরকে মানে,
আদর্শ-পুরুষকে মানে, ধর্মকে মানে,
অনুসরণ করে সাধ্যমত,
তা' সত্ত্বেও তা'দের যা'রা
শ্লেচ্ছ, কাফের বা হেদেন ভাবে বা বলে—
বুঝতে হবে সেই তা'দের মধ্যে
শ্লেচ্ছ, কাফের বা হেদেন-ভাবেরই
অভিব্যক্তি বেশী—
এক-লহমায় তা'রা দুষ্কর্মপ্রবণ হ'তে পারে।

(ধৃতি-বিধায়না, প্রথম খণ্ড, বাণী-সংখ্যা ৩৮৮)

৮

বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করিস
শ্রীচৈতন্যে রসুল কৃষেও,
জীবোদ্ধারে হন আবির্ভাব
একই ওঁরা তাও জানিসনে?

(অনুশ্রুতি, প্রথম খণ্ড)

৯

হজরত রসূলই হ'ন—

বা তাঁর পূর্ববর্তী প্রেরিত-পুরুষই হ'ন—

আর, পরবর্তী যাঁ'রাই হ'ন—

তাঁদের পরস্পরকে পরস্পরের

প্রতিবাদক ব'লে যাঁ'রা মনে করে

তাঁরা ভুলই করে ;

তাঁরা প্রতিবাদক তো ন'নই,

বরং পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক,

কারণ, প্রত্যেকে তাঁ'রা

এক, অদ্বিতীয়েরই অনুপ্রেরিত বার্তিক,

দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে

যে-সমস্ত সত্তানুপূরণী বিধান আছে—

আপাত-দৃষ্টিতে সেগুলির গরমিল দেখলেও

বিবেচনার বিহিত অনুচর্যায়

সেগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রলে

মীমাংসা সলীলই হ'য়ে উঠবে ;

তাই প্রেরিতদের ভিতর

ভেদ দেখতে যেও না, কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে

তাঁদের থেকে অনুপূরণী যাঁ-কিছু সংগ্রহ ক'রে

আরো হ'তে আরোতরে
বিবর্তিত ক'রে তোল নিজেকে;
প্রত্যেক পূর্বতন যাঁর, প্রত্যেক বর্তমানও তাঁর,
তাই, প্রত্যেক বর্তমান প্রত্যেক পূর্বতনকে
অনুপূরণী ধ'রে তাঁর অনুপূরণী হ'য়ে যদি না দাঁড়ান,
তাঁ'র ভিতরে ঐ পূর্বতন
আবির্ভূতও হ'তে পারেন না,
অস্থিতও হ'তে পারেন না;
পূর্বতনের প্রতিবাদক যাঁরা তাঁরাই পর,
অনুপূরক যাঁরা, তাঁ'রাই আপ্ত।

(আদর্শ-বিনায়ক, বাণী-সংখ্যা ৮০)

১০

রসুলপূজা করলে তোদের

জাত যাবে তা' বলল কে?

রসুলও তোদের সেই অবতার

সেটাও তোরা ভুললি যে!

(বিবিধ-সূক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ছড়া,
আদর্শ অধ্যায়, বাণী-সংখ্যা ৪)

১১

পূরয়মাণ পরম আচার্য্য গুরু-পুরুষোত্তম
বা পরম স্বতঃসন্ত বা তথাগতের আবির্ভাব
কোন বাঁধা-ধরা স্থল বা প্রথার
ভিতর-দিয়েই হ'য়ে উঠবে
এমন কোনই কথা নেই;
বিশেষ কোন জাতিই হো'ক,
বিশেষ কোন বর্ণই হো'ক,
বিশেষ কোন ধর্মসংস্থা বা দ্বিজাধিকরণই হো'ক,
তার ভিতরই যে তাঁর অভ্যুদয় হতে হবে—
তার কোন স্থিরতা নেইকো;
তিনি ধনীর ঘরেও আবির্ভূত হ'তে পারেন,
মহা-দরিদ্রের ঘরেও আবির্ভূত হতে পারেন,
অত্যন্ত হীনজাতির ঘরেও আবির্ভূত হ'তে পারেন,
অত্যন্ত উচ্চজাতির ঘরেও আবির্ভূত হ'তে পারেন,
কিন্তু এটা ঠিকই,
যেখানেই আসুন তিনি,
যাঁদের ভিতর-দিয়েই আবির্ভূত হোন না তিনি,
তাঁরা সশ্রদ্ধ ইষ্টার্থপরায়ণ

সহজ ও সলীল অনুকম্পা-অনুসৃত
 আকৃতিপ্রবণ হ'য়েই থাকেন প্রায়শঃ,
 যেখানে গণসত্তার উৎক্রমণী আহ্বান
 কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
 অনুকম্পাঘন হয়ে
 সুদৃঢ় আকৃতি-উচ্ছল হয়ে থাকে;
 আবার, সেই দেশেই তাঁ'র আবির্ভাব হ'য়ে থাকে—
 যে-দেশের সমাজ-নিয়ন্তাগণ
 এমনতরই একটা
 বিপাক-আবর্তনের সৃষ্টি ক'রে তোলে
 যা'র ভিতর-দিয়ে
 লোকের সত্তা-সংরক্ষণী উৎকণ্ঠ আবেগ
 দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত উদ্ভিন্ন হ'য়ে
 অজান চাহিদায়
 'তুমি এস, বাঁচাও' ব'লে
 আহ্বান ক'রতে থাকে,
 আর, ঐ হচ্ছে তাঁ'র আবির্ভাবের আগম-আহ্বান;
 তাই, কোন মনগড়া
 বাঁধা-ধরা নীতির নিগড়ে আবদ্ধ হ'য়ে
 কোন সম্প্রদায়, সমাজ বা সংহতিতেই
 তাঁর অভ্যুত্থান হ'য়ে উঠতে নাও পারে,

কারণ, তিনি সব সম্প্রদায়ের, সব সমাজের,
সব দ্বিজাধিকরণেরই পরিপূরক—
সত্তা-সংরক্ষী অভ্যুদয়ের উদ্যোক্তা,
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যী লোকতন্ত্র-বিধায়ক;
ফল কথা,
দুনিয়ার চাহিদা যেখানে আকুল-কণ্ঠে
মূক-গভীর বেদন-উৎকণ্ঠায়
সুকেন্দ্রিক আগ্রহ-অপেক্ষায়
চকিত চলনে অপেক্ষা করে—
বাক্য, ব্যবহার ও চালচলনের
সমঞ্জস আকৃতি নিয়ে
আবির্ভাবও হয়ে থাকে তাঁর সেখানেই প্রায়শঃ।

(আদর্শ-বিনায়ক, বাণী-সংখ্যা ২৩৩)

১২

আমি আবার বলি,
বেশ ক'রে বিনিয়ে
বুঝে দেখ—
ঈশ্বরের কোন সম্প্রদায় নেই,
প্রেরিত-পুরুষ যাঁ'রা
তাঁ'রাও
কোনো সম্প্রদায় উপলক্ষ ক'রে
আসেন না,
তাই, তাঁ'দেরও
কোন সম্প্রদায় নেই;
হিন্দুই বল,
বৌদ্ধই বল,
মুসলমানই বল,
খ্রীশ্চানই বল,
প্রত্যেকেই
ধর্মের উপাসক;
প্রেরিত-পুরুষ যাঁ'রা
প্রত্যেকেই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ;

তাঁ'রা বৈশিষ্ট্যকে
বিশেষেই উন্নীত ক'রে থাকেন—
আরো-আরো
অভিদীপ্তি নিয়ে ;
ব্যক্তিগত ভিন্নতা আছেই,
আর, এই বিভিন্নের
একায়িত সঙ্গতিও আছে,
দুনিয়ায় একটার মতন
আর একটা কিন্তু নেই,
তবে, অবিকল সমান না থাকলেও
সদৃশ আছে,
এক কথায়—
প্রত্যেকটিরই
নিজস্ব রকম আছে,
জাতি, বর্ণ, গুণ ও কর্মের
অনুবন্ধন আছে,
বৈশিষ্ট্যের
ঐতিহ্য-সাংস্কারিক
গুণ ও কর্মে বিনায়িত
বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে,
আর, সব যা'-কিছুর
অন্তঃস্থ হ'য়ে আছেন তিনি—

উৎসজ্জনী জীবন ও বৃদ্ধিতে
খরস্রোতা হ'য়ে ;

কোন বৈশিষ্ট্যকেই
তিনি ভাঙ্গেন না,
তিনি প্রত্যেক বিশেষেরই
আপূরয়মাণ,—
তাই, প্রত্যেক বিশেষত্বেরই
আপূরয়মাণ,—
তা' চিরদিনই,
তাই, তিনি
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ;
প্রেরিত-পুরুষই বল, অবতারই বল,
যাঁ'রা আসেন—
ঐ একেরই অবতরণ ;
এই মানবদেহে
তাঁ'রা মানব হ'য়ে এসেও
সমগ্র দুনিয়ার
প্রতিটি বিশেষের প্রতি
করুণা-নির্ব্বার ;
একজনের পর
অন্য যিনি আসেন,—

জীবন-দীপ্তি

৫১

তিনি পূর্বতনেরই
নবকলেবর ;

একজনকে অবজ্ঞা ক'রলে
সবাইকে অবজ্ঞা করা হয়,
কারণ, তাঁ'রা
ভিন্ন হ'য়েও—
এক ;

আমরা

সম্প্রদায় গ'ড়ে থাকি
ভ্রান্তির সৌধ নির্মাণ ক'রতে,—
এক-একটি

বিশেষ ভাব নিয়ে
যাঁরা একসাথে চলেন—
জাতি-বর্ণ ও বৈশিষ্ট্য-অনুগ
উৎসর্জনায়ে

তাঁদের নিয়েই
তৈরী হয় সমাজ ;

প্রতিটি ব্যক্তিগত জীবনেই
ধর্ম আছে,

প্রত্যেকেই

বিহিত উৎসর্জনায়ে

তাঁর উপাসনা ক'রে থাকে—

স্বীয় বোধ-বিনায়িত

কৃতি-তৎপরতায়,—

যা' নাকি

তা'র উপাস্য প্রেরিত-পুরুষ

বা অবতার-পুরুষের দিকে

তা'র মতন ক'রেই নিয়ে যায়—

অস্থলিত নিষ্ঠানন্দিত

উদাম উৎসর্জনার সৃষ্টি ক'রে—

কৃতি-সন্দীপনায় ;

প্রতিটি অস্তিত্বই

প্রতিটি অস্তিত্বের

সঙ্গতিশীল সন্দীপনা—

যা'র ভিতর-দিয়ে

প্রত্যেকেই প্রত্যেককে জানে—

প্রত্যেক যা'-কিছুর বিশেষত্ব নিয়ে

প্রতিটি উদ্ভাবনার

অনুভাবিত উজ্জ্বলনায় ;

ঐ নিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে

কৃতি-সন্দীপনী পরিচর্য্যায়

পরস্পর পরস্পরকে

উচ্ছল ক'রে

বোধ-বিকাশের

প্রাঞ্জল লীলায়িত লাস্য নিয়ে

উপভোগ ক'রে থাকে

প্রত্যেকে প্রত্যেককে ;

অসৎ যা'

হিংস্র যা'

সেগুলি

তা'র বিচ্ছেদ এনে দিয়ে থাকে,

তাই, প্রত্যেকেই

অসৎ-নিরোধী হ'য়েও

আপূরণ-সম্মেগী ;

তাই বলি,

মনে যেন থাকে, স্মরণ রেখো,

ভুলে যেও না,—

ঈশ্বর এক, ধর্ম এক,

ব্যক্তি-হিসাবে

বিশেষ বিনায়নে

বিশেষের ভিতর

তিনি প্রকট হ'য়ে থাকেন ;

প্রেরিত-পুরুষ

বা অবতার-পুরুষ বা পুরুষোত্তম

যা'ই বল না—

ঐ এক,
 স্বতঃসন্দীপ্ত ধারয়িতা
 ও পালয়িতা যিনি,
 ঈশ্বর যিনি,
 অধিপতি যিনি,—
 তাঁ'রই
 বাস্তব ভাব-অভিষিক্ত
 গুণদীপ্ত নরকলেবর,
 এবং প্রত্যেক অবতার-পুরুষই
 দেশ-কাল-পাত্র ও যুগ-উপযোগী
 যেখানে যেমন প্রয়োজন
 তেমনতর অনুশীলন-অনুদীপনায়
 উদ্দীপ্ত ক'রে মানুষকে
 সার্থক ক'রে তুলতেই আসেন;
 আর, নিষ্ঠানন্দিত যা'রা—
 অনুগতি-কৃতিসম্মেগের
 শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়, কৃতিযাগে
 সেগুলি উপভোগ ক'রে সার্থক হ'য়ে ওঠে;
 আমি বলি—
 তুমিও সার্থক হও।

(আদর্শ-বিনায়ক, বাণী-সংখ্যা ২৩৮)

১৩

দয়াল আমার!

মৃত্ত খোদার-দোস্ট আমার!

আমি কিছু বুঝি না,

জানার অভিমান তোমার অনুগ্রহে

আমার পক্ষে

অসম্ভব হ'য়েই আছে,

ভরসা—

তোমার অনুগ্রহদীপ্ত বোধপ্রভা ;

আমি মূর্খ, অসহায়,

তাই, আমার অজ্ঞাতসারে

তোমার অনুগ্রহ

পরিপ্লাবিত ক'রে তোলে আমার হৃদয় ;

অজ্ঞ আমি,

‘মেরাজ’ কা’কে বলে

তা’ আমি বুঝি না,

মেরাজের অর্থ কী

তা’ও আমার অধিগত নয়,

সম্বল—

এই অকিঞ্চিৎকর আমার প্রতি
তোমার অনুগ্রহদৃষ্টি,
তা' বিশ্বাস না ক'রলে,
তা'তে আস্থা না রাখলে,
অধিশায়নী অনুধাবনের
সৃষ্টি না হ'লে তা'তে
আমি কি ক'রে তোমার কথা বলব?
কেমন ক'রে জানি না—
মনে হয়—
দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা যতই
তোমাকে আগলে ধরল,
ঈশ্বরতৃষ্ণাও
রাগদীপনী তৎপরতায়
তোমাতে উচ্ছল হ'য়ে উঠল;
ঐ উচ্ছল আতিশ্যের
অনুধাবনী অনুচলন
দুনিয়ার ভোগতৃষ্ণা হ'তে
তোমাকে অমনতর ক'রে তুলেছিল,
ঈশ্বর-অনুরাগে যতই তুমি
উদাম হ'য়ে উঠতে লাগলে,—

দুনিয়ার আসক্তিও তোমা হ'তে
 ততই বিদায় নিতে লাগল;
 ঐ আকুল আগ্রহ-উন্মাদনার
 উচ্ছল প্রস্রবণ
 'খোদা' 'খোদা' ব'লে যখন
 হৃদয়-স্পন্দনকে
 আন্দোলিত ক'রে তুলতে লাগল,—
 তুমি থাকতে পারলে না,
 তুমি চ'ললে সেই
 জেরুজালেমের মন্দিরে
 সন্তর্পিত নিশীথ অভিসারে;
 যা' শুনেছি—
 খোদার উদ্দেশ্যে এই অনুরাগ-উচ্ছল
 অভিগমনকেই
 পবিত্র ভক্ত মহাজনরা বোধ হয়
 'আছরা' বা 'এছরা' ব'লে থাকেন;
 ভাবলে—
 'খোদা' 'খোদা' ব'লে
 সেখানেই তুমি নিঃশেষ হ'য়ে যাবে—
 পরমকারুণিক পরমপুরুষ
 খোদার প্রণয়োচ্ছল অঙ্কে;

একখানা চৌকষ প্রস্তরের উপর ব'সে
 উদাম অনুরাগে
 অন্তরে 'খোদা' 'খোদা' ব'লে
 অধীর হ'য়ে উঠেছিলে,
 তাঁর প্রীতির আবেগ
 ক্রমেই তোমার অন্তঃকরণকে
 আচ্ছন্ন-উচ্ছল ক'রে তুলতে লাগল;
 ঐ অনুরাগ-উদ্দীপ্ত উচ্ছল অনুধাবনী
 উদাম তন্ময়তা—
 তোমার অন্তঃস্থ ঐ আবেগরাগ
 নানারকম মূর্তি গ্রহণের সহিত
 একটা ঘোড়ার আবির্ভাব ক'রে দিল—
 তা' যেন বিদ্যুদ্বিভাসিত—
 তা' শক্তিতে, সমৃদ্ধিতে, ধৃতিসন্দীপনায়,
 ঈশ্বরদূতের আবির্ভাব-উদ্বোধনায়;
 খোদার দোস্তু তুমি
 তা'তে চাপলে,
 অনেক ওঠাপড়া ক'রেও
 তুমি তা'কে ছাড়নি;
 ঐ প্রস্তরখণ্ডও সেই তা'রই পৃষ্ঠে
 অধিষ্ঠিত ছিল,

ঘোড়ার দু'টি পাখা
 ও চারখানি পা ছিল—
 শূন্য-ভ্রমণশীল,
 এবং তা'র মুখ ছিল স্ত্রীলোকের মতনই—
 সুন্দর, সুপ্রভ ;
 আমি তা'কে সুরত বলি,
 সন্দীপনী অনুরাগও ব'লে থাকি তা'কে,
 কেউ-কেউ নাকি তা'কে
 'রুহ' ব'লেও আখ্যায়িত ক'রে থাকেন ;
 এমনি ক'রেই
 চন্দ্রলোক ভেদ ক'রে
 তুমি খোদার সান্নিধ্য-লাভ
 যখনই ক'রলে,
 তাঁর প্রীতি-বিহুল অনুধায়না
 যখন তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে তুলল,
 তাঁর নির্দেশগুলি যখন
 জ্যোতিষ্কের মত তোমার অন্তরে
 উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল,—
 তোমার উপলব্ধি হ'ল—
 তোমারই মত তিনি,
 তুমি রসুল, খোদার দোস্ত,
 মূর্ত নরনারায়ণ,
 খোদার অভিনিবেশ-অনুশাসিত পূতমূর্তি ;

আমার মনে হয়,
 সাধু মহাজনেরা
 তোমার উদ্ধারণাকেই
 ‘মেরাজ’ ব’লে থাকেন;
 খোদাকে অভিবাদন ক’রে
 এই দুনিয়ার পৃষ্ঠে
 তুমি সজাগ হ’য়ে উঠলে—
 সন্দীপনার সুদৃঢ় সন্ধান নিয়ে,
 মানুষের ব্যথা তুমি প্রাণ ভ’রে
 তাঁর কাছে পরিবেষণ ক’রলে;
 ধৃতি-ধর্ম্ম তুমি,
 মানুষের বাঁচাবাড়াকে উচ্ছল ক’রবার জন্য
 তখন যা’ যা’ করবার ছিল—
 তা’ করতে ত্রুটি করনি;
 এই ‘মেরাজ’ তোমার অনেকবার হ’য়েছে,
 আর, অমৃত-দ্যোতনাও আহরণ ক’রেছ
 খোদার কাছ থেকে
 অমনতরই তুমি;
 আর, ভাষার দ্যোতনায়
 ব্যবহারের দ্যোতনায়
 প্রীতিপ্রসন্ন ধৃতিদ্যোতনায়

তুমি সেগুলিকে
 দুনিয়ার প্রতিটি ব্যক্তিকে
 দিতে কসুর করনি;
 আমি জানি না দয়াল!
 আমি বুঝি না,
 তুমি দুনিয়ার রসুল,
 খোদার দীপ্ত মূর্ত দোস্ত—
 বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ,
 স্থান, কাল, পাত্রের পরম নিয়ামক,
 তুমি পূর্বতন সব নবীদেরই পুণ্য প্রতীক,
 আর, পূর্বতন সব নবী
 তোমারই পুণ্য অভিব্যক্তি;
 আমার এই অকিঞ্চিৎকর ধারণা—
 জানি না—
 বাস্তব অনুপ্রেরণায়
 কল্যাণপ্রভ হ'য়ে উঠবে কিনা,
 কিন্তু এটা ঠিকই—
 আমি যতই অকিঞ্চিৎকর হই না,
 সুব্যক্ত অনুরঞ্জনায়ে
 তোমার অনুপ্রেরণাকে
 আমি যতই ব্যক্ত ক'রতে পারি
 বা না-পারি,—

তুমি শুধরে নেবেই,
 তুমি দেখবেই—
 কোন দিক্-দিয়ে
 কোন ক্ষতির কারণ না হয় তা’;
 ভ্রান্ত ধারণায় কেউ বিভ্রান্ত না হয়;
 লোকের জিজ্ঞাসা
 আমাকে যেমন আন্দোলিত ক’রে তুলেছে,—
 তোমার অনুগ্রহ
 যেমন বিস্তারিত ক’রে তুলেছে আমাকে,—
 আমি তাই বললাম;
 দয়াল! আমাকে ক্ষমা ক’রো,
 আমার ধৃতি-প্রার্থনাকে মঞ্জুর ক’রে তুলো,
 আমার প্রীতি-প্রার্থনাকে
 পরিচ্ছন্ন ক’রে তুলো,
 আমার চর্যানিরতিকে উচ্ছল ক’রে দিও,
 যা’তে আমি তেমনি ক’রে
 তোমারই অনুসরণে
 তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে পারি—
 আমার যা’-কিছু সবকে নিয়ে,
 যেন প্রাণ খুলে বলতে পারি—
 ‘সব সত্যায়, প্রতিটি সত্যায়,

ভূত ভবিষ্যতে অনুসৃত যা'-কিছু
প্রত্যেকের ভিতরই খোদার দ্যোতনা,
তোমরা বাঁচ, বাড়,
সুসংবৃদ্ধ হও,
সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
অমরস্নাত হ'য়ে
রসূলকে উপভোগ কর';
আর তো কিছু বুঝি না,
আর তো কিছু জানি না;
জঞ্জালময় মানুষ-প্রকৃতির
আদিম উৎসারণা
আমি তোমার কাছে
নিবেদন ক'রলাম,
আমাকে সহ্য কর, আমাকে ধ'রে চল,
অধ্যবসায়ী ক'রে
আমাকে জ্ঞানরাগ-উচ্ছল ক'রে তোল;
আর, এই ভিক্ষা—
এই প্রার্থনা আমার
প্রতিপ্রত্যেকের জন্য—
দুনিয়ায় কেউ যেন বঞ্চিত না হয়।

(তপোবিধায়না, দ্বিতীয় খণ্ড, বাণী-সংখ্যা ২৩৫)

১৪

ব্যক্তিগত ও সমবেত সন্দীপনায়
কৃতিদীপনী

লোকরঞ্জন-তৎপর যিনি—

তিনিই তো প্রকৃতির আশীর্বাদ,

আর, তিনিই প্রাকৃতিক রাজা,

তিনিই তো সহজ মহাপুরুষ;

আর, তাঁ'র সিংহাসন হ'চ্ছে—

বোধদীপ্ত হৃদয়,—

যা' শিষ্ট ও সৎ-অনুবেদনা-রঞ্জিত,

আর, কৃতিই হ'চ্ছে

তাঁ'র দীপ্ত আশীর্বাদ।

(বিবিধ-সূক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০)
